বর্তমান

কলকাতা, শুক্রবার ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১১, ৫ ফাল্গুন ১৪১৭

রাজ্যের খবর

কাগজের মূল্যবৃদ্ধিতে সংকটে বাক্স-শিল্প

বাপ্পাদিত্য রায়চৌধুরী • কলকাতা

উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে তুষারপাত হচ্ছে। আর তার জন্য ঝঞ্ঝাটে পড়েছে এ রাজ্যের বাক্স-শিল্প। আপাতভাবে মনে হতে পারে, সেটা কী করে সম্ভব। কিন্তু বাস্তব হল, হাজার হাজার মাইল দূরের তুষারপাতই সমস্যায় ফেলেছে এই রাজ্যের কয়েক হাজার পরিবারকে। কারণ, এই সব পরিবারের রুটি-রুজি নির্ভর করে বাক্স- শিল্পের উপর।

বাক্স তৈরির অন্যতম উপাদান 'ক্রাফট পেপার'। এদেশে একসময় পাল্প পেপার বা কাগজের মণ্ড তৈরি করে তা থেকে বাক্স তৈরি হত। বাক্স-শিল্পের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, তাঁরা জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকার এই পদ্ধতির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। বাধা রয়েছে কাঠ থেকে তৈরি মণ্ডের বাক্সতেও। এখন বাক্স তৈরির জন্য যে উপাদান লাগে, সেই কাগজ মূলত আসে ইউরোপ বা উত্তর আমেরিকা থেকে। সেসব দেশে রয়েছে অফুরন্ত বনাঞ্চল। তাই তারা নিজেদের জন্য 'উড পাল্প' থেকে তৈরি করে 'ভার্জিন পেপার'। তা থেকে তৈরি হয় বাক্স। ওখানে কাগজের প্রয়োজন কম। তাই ওখানকার 'ক্রাফট' কাগজ সটান চলে আসে এদেশে।

গোল বেধেছে এখানেই। প্রচণ্ড তুষারপাতে ইউরোপ-আমেরিকায় উড পাল্পে টান পড়েছে। তারা এখন পুরানো পদ্ধতি ছেড়ে ক্রাফট পেপার দিয়েই বাক্স তৈরি করছে। ফলে এদেশে সেই কাগজ আসা প্রায় বন্ধের মুখে। যেটুকু আসছে, তাও অত্যন্ত চড়া দামে কিনতে হচ্ছে শিল্পোদ্যোগীদের।

বাক্স-শিল্পের মধ্যে অন্যতম হল 'করোগেটেড' বাক্স। সাধারণভাবে যে বাদামি রংয়ের বাক্সগুলির মসৃণ আবরণের তলায় থাকে ঢেউ খেলানো বোর্ড বা মোটা কাগজ, সেগুলিই 'করোগেটেড বক্স'। কাগজের মূল্যবৃদ্ধিতে প্রধান সমস্যায় পড়েছে এই বাক্স তৈরির শিল্পটিই।

এই শিল্পের সংগঠন 'ইস্টার্ন ইন্ডিয়া করোগেটেড বক্স ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর সভাপতি ভরত কেডিয়া বলেছেন, মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গিয়েছে কাগজের দাম। প্রায় ৩০ শতাংশ বেশি দাম দিতে হচ্ছে এখানে। পশ্চিমবঙ্গে এখন এই শিল্পের রমরমা। আজ থেকে পাঁচ বছর আগে যেখানে প্রতি মাসে এ রাজ্যে ৫ হাজার টন বাক্স তৈরি হত, সেখানে এখন এই উৎপাদনের পরিমাণ মাত্র ২২ হাজার টন। শুধু হলদিয়ায় ভোজ্য তেল 'প্যাকিং' করতেই মাসে আড়াই হাজার টন ওজনের বাক্স লাগে। ভারতবাবুর কথায়, দেশের পূর্বাঞ্চলে এই ধরনের বাক্স তৈরির জন্য ৭৫০টি কারখানা রয়েছে। ৩৫ হাজার পরিবার এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু কাগজের দাম এতটাই বেড়ে গিয়েছে যে, ব্যবসায়ীদের বাজার হারাতে হচ্ছে।

সংগঠনের সদস্য অচ্যুত চন্দ্র বলেন, আগে পশ্চিমবঙ্গে এই শিল্পের এত রমরমা ছিল না। কিন্তু এখন রাজ্যে খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ শিল্প বাড়ছে। বাড়ছে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম উৎপাদনও। একদিকে যেমন বহুজাতিক সংস্থাগুলি এখানে কারখানা খুলছে, তেমনই মদের বিক্রিও বাড়ছে। এই সব শিল্পের জন্য 'করোগেটেড বক্স' অপরিহার্য। কিন্তু দাম বাড়ায় বেঁকে বসেছে সব শিল্পই। তাদের কথা, এমনিতেই কাঁচামালের দাম বাড়ায় পণ্যের দাম বাড়াতে হচ্ছে। এর উপর বাক্সের অতিরিক্ত দাম মেটানো সম্ভব নয়। আর তাতেই মাথায় হাত বাক্স-ব্যবসায়ীদের।

অচ্যুতবাবুদের অভিযোগ, এদেশে যদি কাগজের পুনর্ব্যবহার সেভাবে চালু থাকত, তাহলে অন্য দেশের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হত না। কিন্তু এখানে সরকারিভাবে সেরকম কোনও উদ্যোগ নেই। সাধারণ মানুষের মধ্যেও কাগজের পুনর্ব্যবহারের তেমন সচেতনতা নেই। এদিকে দেশীয় কাগজকলগুলির দেওয়া দামের তালিকাতেও নেই স্বচ্ছতা। ব্যবসায়ীদের কথায়, গত কয়েকমাসে পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়েছে, এবার না কারখানার ঝাঁপ বন্ধ করে দিতে হয়।